খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

● Vol 03 ● Issue 11 ● November 2014 ● Price Rs. 2.00

সম্পাদকীয়

আশ্বিন-কার্তিক মাসের উৎসবের দিনগুলো যেমন উচ্ছ্বাসে মুখরিত, তেমনই আলো আর রঙের বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত। শুরুতে বর্ষার ভ্রূকুটি... মঙ্গলের স্পর্শে ঝরে পড়ল কবিতার ধারাপাত হয়ে। উদ্‌বেলিত হল প্রাণের জোয়ারে। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, দীপাবলি, কালীপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা... এছাড়া ছট্‌পূজা, ঈদ্‌ ঘিরে পবিত্র সব অনুষ্ঠান। এদের কেন্দ্র করে মানুষের মিলনমেলা... নিরন্তর মিছিলের প্রবাহ বয়ে চলে। আর গ্রাম বাংলার মাঠেঘাটে কাশের গুচ্ছের আকুলতার দোলা শেষ হতে না হতে আন্দোলিত হয়ে ওঠে শিশিরসিক্ত সদ্য বিকশিত ধানের শিষ। শিশিরের ওপর ভোরের নরম আলো নিপুণ হাতে তৈরি করে ঝলমলে জড়োয়ার অলংকার। গাছের নীচে কোথাও হয়ে থাকে শিউলিফুলের আলপনা। তার সুগন্ধ মাঙ্গলিক আবহ রচনা করে। নদী তার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে যেন তৈরি করে মায়ের শাড়ির আঁচলের আশ্রয়। প্রকৃতি এবারে সৌন্দর্যে ভরে উঠবে তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে। পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমাবে ঝিলের ধারে। তাদের কলতানে চরাচর জুড়ে হবে নিত্যনতুন সুরসৃষ্টি, যা শুধু অনুভূতিকেই ছুঁয়ে যায়, ধরা দেয় না। এই হেমন্তের অপরাহ্ণে, সূর্যের বিদায়লগ্নটা বড়োই রোম্যান্টিক। কোনো এক লজ্জাবতী নারী ক্রমে যেন অবগুণ্ঠিতা হয়ে দিগন্তের বুকে লালিমা ছড়ায়। অন্ধকার নামে। নির্মেঘ আকাশ তারায় তারায় পরিপূর্ণ। উৎসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যার চন্দ্রকলা। শুকতারার আকর্ষণে এখন সারারাত জ্বলে থাকবে আকাশপ্রদীপ। আর আমরা, প্রাক্তনীরাও বছর বছর এই সুন্দরকে বরণ করতে বারবার মিলিত হব। শতবর্ষ পেরিয়ে বিদ্যালয়ের পরবর্তী শতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাব সবার হাত ধরে আশার আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে। আমাদের চোখের সামনে থাকবে ধ্রুবতারা।

পিকনিক ২০১৫

শীতের অনুসারী হয়ে প্রতি বছরই আসে পিকনিক। পরিযায়ী পাখির মতো বছরের প্রথম মাসের প্রথম রবিবার পিকনিক আসে। আগামী ১৫ সালে এই পিকনিকের দিন ৪ তারিখ, অবশ্যই রবিবার।

সমকালীন মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখেই মাথাপিছু অনুদান ধার্য করা হয়েছে ৪১০ টাকা। তবে এই অনুদানের সময়সীমা ডিসেম্বর পর্যন্ত। জানুয়ারি মাসে জনপ্রতিদিতে হবে ৫০০টাকা।

অবশ্যই ছোটোদের জন্য আছে ছাড়। ২০১০ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা তারপরে পাশ-করা ছাত্রদের দলগত ছাড় (Group Discount), ৫ জন প্রাক্তনী একসাথে নাম নথিবদ্ধ করলেই মোট দেয় টাকার উপর ২৫০টাকা ছাড়, অবশ্যই ডিসেম্বরের মধ্যে।

আজীবন সদস্যপদের জন্য অনুরোধ ঃ

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সহৃদয় সাধারণ সদস্যদের প্রতি -

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক। জীবনের প্রথম সকালে এর হাত ধরেই আমাদের পথ চলা। জীবনের আবর্তে অনেকটা পথ পেরিয়ে প্রাণের আরামে মনের আনন্দে আমরা আজ অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য।

সদস্যদের অনেকেই এখনও সাধারণ (বার্ষিক চাঁদা-র বিনিময়ে) সদস্য হিসাবে রয়ে গেছেন। আর সত্যি বলতে কি নানান কারণে বিশেষত ব্যস্ততায় স্কুলে এসে প্রতি বছর টাকা দিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। লজ্জাকরভাবে বাকি থেকে যায় অ্যালমনি-র চাঁদা। তাই আপনাদের সাধারণ সদস্যদের (পরিচালন সমিতির সম্মতিতে প্রদেয় বাকি বার্ষিক পড়ে থাকা চাঁদা-র পরিবর্তে) মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে আজীবন সদস্য পদে উন্নীত হতে বিশেষ করে অনুরোধ করছি। আর আপনারা হয়ত জানেন যে আজীবন সদস্যপদের টাকা অ্যালমনি-র স্থায়ী আমানতে জমা থাকে। সুতরাং প্রাক্তনীদের নানান উন্নয়ন মূলক কাজে বিশেষ সহায়ক হতে আপনার অনুভব একান্ত দরকার।

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় '৭৫-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

সান্ধ্য সম্মেলন একটি প্রতিবেদন - রোহণ চট্টোপাধ্যায় '০৪

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব অর্থাৎ দুর্গাপূজার শেষ হয় বিজয়া দশমীতে। বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণে এই বিজয়া দশমীও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিরাজ করে। সকলে সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও ছোটরা বড়োদের প্রণাম করা — এটাই বিজয়ার রীতি। জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনও নবীন ও প্রবীণদের নিয়ে এগিয়ে চলায় বিশ্বাসী, এটাই বিজয়া দশমী বা বিজয়া সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য।

এই বছর ২৬ অক্টোবর, রবিবার আপাত অবসরে বিজয়া সম্মিলনীর দিন ধার্য হয়। সাধারণত প্রাক্তনীরাই এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে। এবছর আমরা স্কুলের চৌহদ্দি পেরিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে এই বিজয়া সম্মিলনী বালিগঞ্জ ইনসটিটিউটের সুন্দর বাতানুকূল অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়।

সন্ধে ৬টা থেকেই প্রাক্তনীরা আসতে শুরু করেন। শুরু হয় প্রথমবারের চা পর্ব। সাড়ে ৬টা থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন-এর অনুষ্ঠান বরাবরই বৈচিত্র্যে ভরা, তাই এবারে একই মঞ্চে উপস্থিত অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীণতম এবং নবীনতম সদস্য (১৯৩৬ থেকে ২০১৪)। সঞ্চালকের দায়িত্বে ২০০৬ সালের রোহণ ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী সংগীত ''বহে নিরন্তর'' পরিবেশন করেন '৫৮ সালের ছাত্র মিহির চট্টোপাধ্যায়-এর স্ত্রী অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৬ সালের ছাত্র অ্যালমনির প্রবীণতম সদস্য বিজন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বরচিত দু'টি কবিতা পাঠ করেন। ৯৬ বছর বয়সে বিজনদার মাইক ছাড়া কবিতা পাঠ করে সকলকে একপ্রকার মুগ্ধই করলেন। 'খেয়া'-য় এই কবিতা প্রকাশিত হল। পুরোনো ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি নিয়ে অসাধারণ সংগীত পরিবেশন করেন ২০০৬ সালের ছাত্র সোহম রায় পর্বত।

এরপর মঞ্চে আসেন '৫৫ সালের ছাত্র প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃতে প্রতাপদার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তাঁর ব্যাখ্যায় আমরা কৃতজ্ঞ এবং তাঁর বর্ণনায় আমরা অভিভূত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মান্তর', আবৃত্তিকার '৬৭ সালের ছাত্র প্রণব কুমার সেন, সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশন।

আবৃত্তির আবেশ নিয়েই মঞ্চে নবীনদের অনুষ্ঠান শুরু। ২০১১ সালের সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান ছাত্র ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশন করে রবীন্দ্রসংগীত - ''অমল ধবল পালে''। সঙ্গে গিটারে সংগত করে ২০১৪ সালের ছাত্র সৌরভ সরকার। আবৃত্তি করে ২০১৪ সালের শুভজিৎ হোড়। বাঙালির অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। পরের অনুষ্ঠান ভিন্ন স্বাদের, বাদ্যযন্ত্রে রবীন্দ্রসংগীত। ইলেকট্রিক গিটারে ২০১১ সালের ছাত্র অয়ন চট্টোপাধ্যায় এবং গিটারে ২০১৪ সালের সৌরভ সরকার। 'মায়াবন বিহারিণী' এবং 'একলা চলো রে'। বাদ্যযন্ত্রে এই দুটি রবীন্দ্রসংগীত তারা পরিবেশন করে যা খুবই উপভোগ্য এবং প্রশংসিত হয়। অ্যালমনিতে গুণী মানুষের অভাব নেই। তাই অনুষ্ঠান সূচিও বেশ দীর্ঘ। পরবর্তী অনুষ্ঠান শ্রুতিনাটক - 'সূক্ষ্মবিচার'। ২০০৬ সালের রোহণ এবং ২০১১ সালের ছাত্র জন্টি চক্রবর্তী-র অভিনয়দক্ষতায় নাটকটিও উপভোগ্য হয়। শেষ পরিবেশনায় ২০১১- সৌম্য ও সায়ন সরকার। 'ঘরের চাবি', 'তুমি আসবে বলে' এবং 'মনে আর নাই রে' তিনটি আধুনিক গান পরিবেশন করে দু'জনে। গিটারে সায়ন নিজেই। শেষে ওদের সঙ্গে গলা মেলায় সোহম রায় পর্বত-ও। ওদের মিলিত কণ্ঠে 'বধুয়া' গানটি আলাদা মাত্রা পায়। অন্যান্য বছরের থেকে এবারের বিজয়া সম্মিলনী অনেকাংশে ভিন্ন। একই অনুষ্ঠানে পৌরাণিক ব্যাখ্যা, গান, আবৃত্তি, নাটক ও বাদ্যযন্ত্রে সংগীত সবই হল। পরিশেষে, অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় নয় বরং উপস্থিত সকলের মিলিত কণ্ঠে 'পুরোনো সেই দিনের কথা' গান দিয়ে। দিন পুরোনো হবে, স্মৃতিটুকু থেকে যাবে আমাদের মনে। রাত নটায় অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দুর্গা ঠাকুর বিসর্জনের সময় আমরা বলি - ''আসছে বছর আবার হবে'', অ্যালমনির বিজয়া সম্মিলনীর শেষেও একই কথা বলে শেষ করছি - ''আসছে বছর আবার হবে''।

বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায় জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীণতম সদস্য ১৯৩৬ সালের ছাত্র (বয়স ৯৬ বছর ৩ মাস), ২৬ অক্টোবর '১৪ অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়া সম্মিলনের জন্য লিখে এনেছিলেন তাঁর সেদিনের কাব্যিক অনুভব **মরুর আক্ষেপ**। অনুষ্ঠান মঞ্চে তা দাঁড়িয়ে মাইক ছাড়া (চশমা ছাড়া) পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানে আসতে পারার আনন্দের আলো আহ্লাদকে প্রকাশ করতে পাঠ করেছিলেন আপাত পুরোনো অপর একটি কবিতা 'আনন্দলোক' এবং এই পাঠে যে বার্তা অনুরণিত হয়েছিল তা হল তাঁর বুড়িয়ে না যাওয়া মনই তাঁকে সর্বক্ষণ আনন্দে রাখে।

তাঁকে এবং তাঁর বোধকে সম্মান জানাতে তাঁর অভিব্যক্তি ভাগ করে নিতে চাই।

আনন্দ-লোক

শ্রী বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬)

জীবন-ঘড়ির সচল-কাঁটা এগিয়ে গেল অনেক দূর -
দেখেছি তবু যায়নি উবে মনের মধু — মঞ্জু সুর।
তাই তো আজও হাসতে পারি,
জীবন ভালোবাসতে পারি,
সবার কাছে আসতে পারি,
সঙ্গ লাগে বেশ মধুর।
জীবন-ঘড়ির সচল-কাঁটা যাক না ছুটে অনেক দূর।
তারুণ্য-রূপ না-থাক দেহে যায়নিকো মন বুড়িয়ে,
উল্কা বেগে নাই ছুটি তো হাঁটছি না তো খুঁড়িয়ে।
বিশ্বপিতার আশীর্বাণী
নিত্য শিরোধার্য মানি,
স্বর্ণ বীণা বাজায় বাণী,
সুরগুলো নিই কুড়িয়ে।
না থাক দেহে তারুণ্য-ছাপ যায়নিকো মন বুড়িয়ে।
আমার মনের মালঞ্চে তাই ফুলের হাসি ঢেউ তোলে —
ভোমরা ঘোরে গুনগুনিয়ে ভোর না হতেই চোখ খোলে।
নাচন লাগে আলো-ছায়ার
অশরীরী দুটি কায়ার,
সেই তো ভুবন স্বপ্ন-মায়ার,
সেই দিকে মন যায় চলে।
আমার মনের মালঞ্চে রোজ ফুলের হাসি ঢেউ তোলে।
আনন্দ তাই আমায় ঘিরে বিরাজ করে সর্বক্ষণ
চোখের আগে নিত্য জাগে শুভ্র - আলোর নির্ঝরণ।
বসন্তকাল বারোমাসই
ফুল-ফাগুনের বাজায় বাঁশি
ফুটিয়ে কুসুম রাশি রাশি
আমায় করে সমর্পণ।
আমায় ঘিরে আনন্দ তাই বিরাজ করে সর্বক্ষণ।

স্মরণ

২৯ অক্টোবর ২০১৪-তে চলে গেলেন '৬২ সালের প্রাক্তনী শান্তনু নাগ। স্কুলের নানান অনুষ্ঠানেই তাঁকে মাঝে মাঝেই দেখা যেত। ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী শান্তনুদার আত্মার শান্তি কামনা করি।

— সম্পাদক

সাহিত্য পরিচয়

বিশ্বসাহিত্য এবং দেশীয় সহিত্য থেকে সংগ্রহ করে আনা কিছু স্ফুলিঙ্গ।

অদ্ভুত-রামায়ণম্

মহর্ষি বাল্মীকি

সংস্কৃত গ্রন্থটি ২৭টি সর্গে বিভক্ত। এখানে মহর্ষি বাল্মীকি ভরদ্বাজ মুনির কাছে গল্পের ছলে রামসীতার জন্মকাহিনি, অম্বরীষের অভিশাপ কাহিনি, সীতাদেবী কর্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা ও আলোচনা করেছিলেন। বিষ্ণু ভক্ত রাজা অম্বরীষের শ্রীমতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। দেবর্ষি নারদ ও পর্বত উভয়েই এই সুন্দরীর প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। এরা দুজনেই শ্রীমতীকে বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। অবশেষে বিষ্ণুর মায়ায় তারা ব্যর্থ-কাম হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে ভূতলে অর্থাৎ মর্ত্যে জন্ম গ্রহণের অভিশাপ দেন। তারই অনুসারী হয়ে শ্রীরামচন্দ্ররূপে অযোধ্যায় জন্ম নেন বিষ্ণু। সীতা দেবী মন্দোদরীর গর্ভে জন্ম নেন এবং তিনি সদ্যোজাত কন্যাকে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে প্রোথিত করেন। পরবর্তীকালে যজ্ঞভূমি কর্ষণের সময়ে রাজর্ষি জনক সীতাকে ভূতল থেকে উদ্ধার করেন। রামসীতার বিবাহ, রামচন্দ্রের বনবাস, সীতা হরণ প্রভৃতি বর্ণনার পর সবশেষে সীতাদেবী কীভাবে কালিকা মূর্তি ধারণ করে সহস্রস্কন্ধ রাবণকে সংহার করেন তারই সুন্দর বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

অল'স ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল

(All's Well that Ends Well) — শেক্সপিয়র

মহাকবি শেক্সপিয়রের লেখা বিখ্যাত মিলনান্তক ইংরেজি নাটক। নাটকটি সম্ভবত ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়। হেলেনার বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত ডাক্তার। বাবা মারা যাওয়ার পর হেলেনা রুসিলনের কাউন্টেসের আশ্রয়ে মানুষ হতে থাকে। সেখানে কাউন্টেসের ছেলে বার্টরাম-এর সাথে তার সখ্য হয়। এবং হেলেনা ক্রমশ বার্টরান-কে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু ঈপ্সিত পাত্র কাউন্টেসের ছেলে বার্টরাম-কে সহজে পাওয়ার কোনো রাস্তা খোলা না থাকায় হেলেনাকে এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করতে হয়। ফ্রান্সের রাজাকে একবার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সেবা শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তোলে এবং বিনিময়ে হেলেন তার পছন্দ মতো স্বামী নির্বাচনের অধিকার প্রার্থনা করে। সদ্য জীবন ফিরে পাওয়া রাজা তাতেই সম্মত হন। কাউন্টেসের ছেলে বার্টরাম-ও এক রকম হেলেনাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। কিন্তু হেলেনাকে বিয়ে করার পর সে ফ্রান্স ছেড়ে ফ্লোরেন্সে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর স্বামী পরিত্যক্ত হেলেনা তীর্থ যাত্রার নাম করে কাউন্টেসের আশ্রয় ত্যাগ করে। এবং বেশ কিছুদিন পর হেলেনা সর্বত্র তার নিজের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে দেয়। আর অন্যদিকে বিবাগী বার্টরাম দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ধীমতী হেলেনা সেই শুভক্ষণের আগেই আত্মপ্রকাশ করে এবং আংটি বদলের আসরে হেলেনা আর বার্টরাম-এর মিলন হয়। তাই বোধ হয় সারা পৃথিবী বলে শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

মহাকাব্যের আকর হতে

অঙ্কন মিত্র ২০০২

।। যুযুৎসু ।।

অরণ্য প্রদেশ থেকে হস্তিনাপুরে ফিরে অগ্রজ প্রতিম ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও মাতা সত্যবতীকে যথাপূর্বক সম্মান প্রদর্শন করে, বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কার্যনির্বাহী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে বিদুর করজোড়ে নিবেদন করলেন ঃ ''আনন্দ সংবাদ! ধর্ম-পবন-বিষ্ণু-র কৃপায় পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী কুন্তী তিন সন্তানসম্ভবা হয়েছেন! ...দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় যমজ সন্তানের জন্ম দেবেন যে কোনো দিন!...এই বার কুরুবংশ সঠিক উত্তরাধিকারীর মুখদর্শন করবে, শীঘ্রই!''

একথা ঘোষণা হওয়া মাত্র সমগ্র হস্তিনাপুর জুড়ে উৎসবের আবহ সৃষ্টি হল। কিন্তু অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের গ্রন্থিল হৃদয় ব্যাথায় পীড়ায় মথিত হয়ে উঠল! ... ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারী আজ এক বছর হতে চলল সন্তান-সম্ভবা। তথাপি এখনো তাঁর কোন পুত্র সন্তান জন্ম নিল না! এদিকে বিবাহ প্রাক্কালে গান্ধার-নরেশ সুবল-এর নিকট ধৃতরাষ্ট্র শুনেছিলেন যে, তাঁর পত্নী মহাদেবকে তুষ্ট করে শতপুত্রের জননী হবার দুর্লভ বর লাভ করেছেন!... তবে এতো বিলম্ব কেন? ... ধৃতরাষ্ট্র বিচলিত চিত্তে পদচারণা করতে করতে ভাবতে লাগলেন, এখন যদি কোনোভাবে তাঁর পূর্বে পাণ্ডুর কোনো পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সেই হবে এই কুরুবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী! ... তখন ধৃতরাষ্ট্রের রাজপিতা হওয়ার সুখ সমূলে উৎপাটিত হবে!

এই ভাবনা থেকেই হৃদয়-তাড়িত ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর শয়নকক্ষে যাওয়া সাময়িক বন্ধ করে দিলেন। এই সময় সুগদা নামক এক বৈশ্যা দাসীর সেবায় তাঁর রাত্রিগুলি নির্বাহিত হল। এর ফলস্বরূপ, যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনাপুর থেকে বহুদূরে তৃণসজ্জায় জন্মগ্রহণ করলেন, তখন হাস্তিনাপুর রাজগৃহের কোনো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জন্ম নিল আর এক শিশু —ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে সুগদা বৈশ্যার পুত্র যুযুৎসু; যার আভিধানিক অর্থ ঃ যুদ্ধ করতে উৎসুক।

দুর্যোধনের শত ভ্রাতা এবং এক ভগিনী দুঃশলার কথা বার বার মহাকাব্যে উল্লিখিত। কিন্তু বৈশ্যাপুত্র বা বৈশ্যানন্দন-এর কথা সেভাবে নিষাদপুত্র একলব্য বা সুতপুত্র কর্ণের মতো বহুল চর্চিত নয়। সমগ্র মহাভারত আখ্যানকাব্যে যুযুৎসু-র নীরব অথবা সরব কতকগুলি বিশেষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়, দুর্যোধন ভ্রাতাদের মধ্যে যে দু'জন স্ট্রংলি অপোজ করে তাদের মধ্যে একজন বিকর্ণ এবং দ্বিতীয়জন যুযুৎসু।

যুযুৎসু-র এই ন্যায়পরায়ণতা শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণেও রিফ্লেক্ট করেছে। সে যেচে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণর কাছে অনুরোধ করেছে যে, সে পাণ্ডবপক্ষে ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করতে চায়। কৃষ্ণ নিজে যুধিষ্ঠিরকে এ রেকমেন্ড করেছেন, যুযুৎসুকে ষাট হাজার সৈন্যের মহারথী হিসাবে ঘোষণা করতে ...এর থেকে স্পষ্ট যে, যুযুৎসু বেশ বড়োই যোদ্ধা ছিলেন। যদিও তাঁর বাল্যকাল ও অস্ত্রশিক্ষা নিয়ে মহাকাব্য নীরব...

নীরব বলছি তার কারণ, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিতে হয়, যুযুৎসুও তাঁর বৈমাত্রেয় শত ভ্রাতার সঙ্গে দ্রোণাচার্যের পর্ণাশ্রমেই অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন, তাহলেও একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে... দ্রোণাচার্যের শিক্ষক হিসাবে যে চরিত্র মহাভারতে ফুটে উঠেছে, তাতে বার বার দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাদানের আগে শিক্ষার্থীর কুলশীলতা নিয়ে তাঁর গভীর ইন্‌স্‌পেকশন রয়েছে। না হলে এক্‌সেলেন্ট স্টুডেন্ট জেনেও তিনি 'একলব্য' বা 'কর্ণ'কে বাদ দিতেন না!... যাই হোক, যুযুৎসু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে প্রবল বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ ১৮ দিনের যুদ্ধ শেষে তাঁর চিরজীবিতা। মহাকাব্যানুসারে যেসব চরিত্র বিয়ন্ড দ্যা অন্ড এফ স্টোরি জীবিত ছিলেন, তাঁরা চিরজীবী, তাঁদের মৃত্যু নেই। যেমন বিভীষণ, হনুমান, জাম্বুবান, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং যুযুৎসু ।

মহাভারতের শেষ পর্বে অশ্বমেধ যজ্ঞ উপান্তে যুধিষ্ঠির যখন মনঃস্থির করলেন যে তিনি পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে হিমালয়ের পথে মহাপ্রস্থানে বের হবেন, তখন তিনি অর্জুন পৌত্র এবং অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিতের ভার কৃপাচার্য ও যুযুৎসু-র হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। কৃপাচার্য মূলত পরীক্ষিত-এর এডুকেশনাল দিকটা দেখবেন এবং যুযুৎসু পরীক্ষিত সাবালক না হওয়া পর্যন্ত হস্তিনাপুরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সামলাবেন, এমনটাই কথা ছিল... এর বেশি তথ্য আর যুযুৎসু সম্পর্কে পাওয়া যায় না। তবে কয়েকজন বিদগ্ধ গবেষক, দুর্যোধনের এই অফ্‌বিট ভাইটির তুলনা রামায়ণ-এর বিভীষণের সঙ্গে টেনেছেন। ভ্রাতৃপক্ষের তুলনায় ন্যায়পক্ষে সাপোর্ট করার ক্ষেত্রে বিভীষণ ও যুযুৎসুর একই রকম মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

এবার বলি হঠাৎ মহাভারতের এতো উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ছেড়ে এই নিষ্প্রভ তারাটি সম্পর্কে এতোটা অনুসন্ধান চালাচ্ছি কেন... প্রথমত, 'যুযুৎসু' নামটাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুন করে রিভাইব করেন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অমর সৃষ্টি 'টেনিদা' চরিত্রের ডায়লগে মাঝে মধ্যেই 'যুযুৎসু প্যাঁচ'-এর কথা শোনা যায়। তাহলে কী যুযুৎসু কোনো ইন্ডিয়ান মার্শাল আর্ট-এর ইন্‌ভেন্টর? তাঁর মল্ল কলাই কী যুগ সময়ের হাত ধরে চীন জাপানে গিয়ে 'কুং ফু' কিম্বা 'ক্যারাটে'-র জন্ম দিয়েছে? এই জিজ্ঞাসা থেকেই ইন্টারনেট ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকে জানতে পারি, জাপানি মার্শাল আর্ট 'Zi-Jutsu'-র কথা। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে চিনা ও কোরিয়ান সেনার আক্রমণ ঠেকাতে, জাপানের মিমাকাসা প্রদেশের সেনগোকু বংশের সেনাপ্রধান, তাকেনৌচি হিসামরি, প্রথম এই মার্শাল আর্টটির প্রচলন করেন, একদল কনফুশিয় ধর্মাবলম্বী সাধুর কাছ থেকে ... এই 'Zi-Jutsu' নামক জাপানী শব্দটির অর্থ হল, 'সক্ট টেকনিক্' — অর্থাৎ এই মার্শাল আর্টে হাত-পা দেহভঙ্গী ছাড়া বিশেষ কোনো অস্ত্র ব্যবহার হয় না। পরবর্তীকালে এই জাপানি যুদ্ধকলাটি 'জুডো'র সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়... অর্থাৎ নামের মিল ছাড়া 'যুযুৎসু' আর 'Zi-Jutsu'-র মধ্যে কোনো সম্পর্কে নেই।... কিন্তু আমি শখের গবেষক। পুরাণ ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ রিসার্চ বা গবেষণার পরিসর বা দক্ষতা আমার নেই, তাই যুযুৎসু সম্পর্কে অনেক কথা আমার নিজেরই অজানা। মহাভারতের আনাচে-কানাচে আরো কোথায় যুযুৎসু সম্পর্কে আরো কিছু নতুন ও অজানা তথ্য ছড়িয়ে নেই-ত! ...থাকলে 'খেয়া'র এই কলামে সেই তথ্য আপনাদের হাত দিয়ে এসে, আমাদের আরো সমৃদ্ধ করুক; এই বলে এবারের মতো এখানেই থামছি।

facebook -এ status- দেওয়া বা

twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু

ছাপাখানার বিকল্প কী ?

প্রিন্ট গ্যালারি

১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,

ফোন ঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.